R.N N0. 2532/57 | Ph-266228(Press), STD 03483, M-8436330907 P. Regd. No.MSD/05/2010-12

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ – জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং – 03483-264271
M- 9434637510
পরিবেশ দূষণ মুক্ত করতে বৃক্ষরোপণ করুন। ভু-গর্ভস্থ জলের অপচয় রুখতে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করুন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W.B)
প্রতিষ্ঠাতা – স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং-১২/১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ।। মুর্শিদাবাদ
সোমনাথ সিংহ - সভাপতি
শত্রুঘ্ন সরকার - সম্পাদক

১০০ বর্ষ ১৮শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ৮ই আশ্বিন ১৪২০ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০১৩ | নগদ মূল : ২ টাকা বার্ষিক ১০০, সডাক ১৮০ টাকা

অচেনা মুখের ভিড়ে হারিয়ে যাচ্ছে জঙ্গিপুরের নিরাপত্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাশকতা আর সন্ত্রাসের আশঙ্কায় কাঁটা হয়ে থাকছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলো। উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে কলকাতার করিডর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এবং দিনাজপুরের বর্ডারগুলো। লালগোলা, আশারীদহ, নিমতিতা, ফরাক্কার আশেপাশের বর্ডারগুলোয় না আছে সেরকম কাঁটা তারের বেড়া, না আছে কড়াকড়ি। সেখানে চোরা কারবারিদের সাথে বহু উগ্রপন্থী সংগঠনের লোকজন ভারতে ঢুকে পড়ছে সাবলীলভাবে। হেরোইন, জালনোট, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, নারী পাচার, জাল লটারীর টিকিট ইত্যাদি চোরাকারবারের আড়ালে চলছে। চলছে খবর বিনিময়, অস্ত্র আমদানি ও নাশকতার ছক। অঢেল টাকার হাতছানিতে ধরাশায়ী বি.এস.এফ থেকে পুলিশ ও রাজনীতি করা ধান্দাবাজদের একটা অংশ। মালদার কালিয়াচক এখন আন্তর্জাতিক চোরাকারবারের একটা বড় সেন্টার। ভোট ব্যাঙ্কে হাত পড়ার ভয়ে কেষ্ট বিষ্টুরা শঙ্কিত। অথচ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের খবর – যে কোন মুহূর্তে ছোট শহরগুলোতে নাশকতা ঘটাতে পারে। বিশেষ করে ফরাক্কা ব্যারেজ, ফরাক্কা এন.টি.পি.সি বা সাগরদীঘি থারমাল প্ল্যান্টে। সে ধরনের বিশেষ নিরাপত্তা এখনও অবধি নেই ঐ সব গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় বলে খবর। এ মহকুমায় পয়সাটাই শেষ কথা। লালগোলা ও সামসেরগঞ্জ থানার চোরাকারবারীরা কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে উমরপুরে জাতীয় সড়কের ধারে জায়গা কিনছে। হোটেল–লজ বানাচ্ছে। হংকং রিয়েল এষ্টেটের রেটকেও হার মানায় এখানকার জমির দাম। ২৫/৩০ লক্ষ টাকা কাঠা কোন ব্যাপার না। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি কেনাবেচা চলছে উমরপুরকে মাঝে রেখে একদিকে তালাই অন্যদিকে মঙ্গলজন ঘিরে। স্থানীয় মানুষের আক্ষেপ – শান্তিপূর্ণ জায়গা বলে একটা সুনাম ছিল রঘুনাথগঞ্জের। বর্তমানে সে সবের কোন বালাই নেই। কিন্তু এত ব্যপক অর্থের যোগান কোথা থেকে আসছে তা অনুসন্ধান করে দেখুক গোয়েন্দা দপ্তর। অনেক ভালো ভালো মুখ আটকে যাবে। ফুলতলা বা সাগরদীঘি বাস স্ট্যাণ্ড এলাকায় অনেক অচেনা যুবককে একাধিক সিম লাগিয়ে ফোন করতেও দেখা যায়। একে অপরকে দোস্ত বলে সম্বোধন করে। 'দোস্ত' কথাটা নাকি বাংলাদেশের যুবকদের মধ্যে পরিচিত টার্ম। তাহলে বর্ডার থেকে কোলকাতা কি জেগে ঘুমোচ্ছে। বর্ডারে বি.এস.এফ বা স্থানীয় পুলিশ গরু পাচারকারীদের ধরপাকড় করলে এলাকার জনপ্রতিনিধি পাচারকারীর হয়ে আই.সিকে বদলির ব্যবস্থা করে নিজের ক্ষমতা জাহির করেন। তাদের লক্ষ্য ৭২% ভোট ব্যাঙ্ক আর চোরা কারবারীদের বস্তা ভর্তি টাকার দিকে। জঙ্গিপুর, ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলার ওসি,

(শেষ পাতায়)

জল নিকাশী পথ কংক্রিটে ঢাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের সদর গেটের সামনে বাগানের গা ঘেঁষে পুরসভা জল নিষ্কাশনের ড্রেন তৈরী করেছে। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতাল চত্বরে ঐ ড্রেনের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। ওখানকার ওষুধ ব্যবসায়ীরা ওপরে দোকান চালু রেখে নিচে ডাক্তারদের রোগী দেখার চেম্বার তৈরী করেছেন ড্রেনের ওপর পাকা ঘর তুলে। যার ফলে ঐ এলাকায় ড্রেনের কোন অস্তিত্ব নেই। নিকাশী ব্যবস্থা বানচাল করে এলাকার অনেক জায়গায় নোংরা জল জমে থাকছে। যার জন্য

(শেষ পাতায়)

টালির ছাদ চাপা পড়ে ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ মির্জাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস লাগোয়া বিজয়পুরের সুবীর বান্ধ্যার বাড়িতে ২৩ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যেয় টালির ছাউনির নীচে প্রাইভেট পড়াচ্ছিলেন তাঁর ছেলে টোটন। হঠাৎ একতলা ছাদের কিছুটা অংশ ভেঙ্গে গিয়ে টালির ছাদে পড়ে। টালির ছাদ চাপা পড়ে শিক্ষক সমেত ১৪ জন ছাত্র জখম হন। এদের মধ্যে ৮জনকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে গুরুতর আহত দীপ্তেশ বাঘিড়াকে বহরমপুর স্থানান্তরিত করা হয়। পরদিন ভোরে দীপু মারা যায়। মির্জাপুর হাই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিল দীপু।

বিয়ের বেনারসী, স্বর্ণচরী, কাঞ্জিভরম, বালুচরী, ইকত বোমকায়, পৈটানি, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস, পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান
গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে [মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টো দিকে (এ.সি.)]
পোঃ-গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন:২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল-৯৪৩৪০০০৭৬৪/৯৩৩২৫৬৯১৯১
।। পেমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা সবরকম কার্ড গ্রহণ করি।।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৮ই আশ্বিন বুধবার, ১৪২০

জাগরণ সৃষ্টিতে, ধ্বংসে নয়

মানুষ, পশু পক্ষীর জাগরণ হয় মাঙ্গলিক উষার অরুণোদয়ে। তাহারা তখন মাতিয়া উঠে কর্মযজ্ঞে, সৃষ্টির উন্মাদনায়। সে কারণেই সৃষ্টিকার্যে আত্মনিয়োগই জাগরণের মূল উদ্দেশ্য ; ধ্বংসে মাতিয়া ওঠা জাগরণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। মনুষ্য সমাজ যখন আদিম যুগের অন্ধকারে হানাহানির মধ্যে জীবন-যাপন করিত তখন সেই যুগকে অন্ধকারের যুগ বলা হইয়াছে। এর পর মনুষ্যগণ ধীরে ধীরে জ্ঞান লাভ করিয়া জাগরিত হইল। বিশ্ব সংসারে নব নব সৃষ্টিতে আত্মনিমগ্ন হইল। অর্থাৎ সমাজ জাগরিত হইল। সেই জাগরণের কথা ভুলিয়া গিয়া আবার যদি মনুষ্য সমাজ নিজেদের মধ্যে জাতি ধর্মের প্রাচীর সৃষ্টি করিয়া হানাহানিতে মত্ত হয় তাহা হইলে সমূহ বিপদ অনিবার্য্য। সভ্যতা ধ্বংস হইতে বাধ্য। সেই কারণে চিন্তা করিবার দিন আসিয়াছে – আমরা আমাদের অন্তরের অন্ধকার দূর করিয়া জাগিয়া উঠিব না ধ্বংসের উন্মত্ততায় নিজেদেরকে মৃত্যুর সুষুপ্তিতে অবলুপ্ত করিব। আজ আমরা শুনিতেছি হিন্দু নাকি সুপ্ত অবস্থা হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। তাহাই যদি সত্য হয়, তবে ধ্বংসের, হানাহানির নিনাদ কেন ভারতের বুকে ? অতীতে এই ভারতের বুকেই হিন্দুর জাগরণ হইয়াছিল। সেইদিন ভারতীয় জাতি যুগান্তের জাড্য জাল ছিন্ন করিয়া আপন মহিমায় ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। দিকে দিকে তাহার জ্ঞানদীপ্ত প্রতিভার ধারা বিস্ফুরিত হইতে থাকে। জাতির জীবনমূলে এই যে মহাশক্তি যাহা তাহাকে জাগরিত করিয়াছিল, তাহাই জ্ঞানদাত্রীরূপে কল্পিতা হইয়া ভারতীয় জনজীবনে জাগরণের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। হিন্দুর প্রাণতন্ত্রী একদিন এই মহাশক্তির স্পর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল, অন্তরের সেই দেবীর মোহন বীণার ঝংকারে সেদিন হিন্দু জাগ্রত হইয়া আপনার সেই মর্মবাণী সারা বিশ্বে প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সঙ্গীতে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায় সৃজনী প্রতিভার বিভিন্ন এবং বিচিত্র ভঙ্গীর ভিতর দিয়া সেই জীবন্ত যৌবনের বাণী প্রচার করিয়াছিল – মরণের বিভীষিকার উর্ধে মানবকে জীবনের অমৃত সুধা দান করিয়াছিল। সেই অমৃতধারার স্পর্শেই নালন্দা জাগিয়াছিল, বিক্রমশীলা জাগিয়াছিল – রবার, মুরজ, বীণা সমস্বরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু সেদিন মহাপ্রেমে জগতে আপনার অনুভূতিকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে সচেষ্ট হইয়াছিল – সেই সাধনার প্রেরণাতেই জাগিয়াছিল হিন্দু জাতি – জাগাইয়াছিল বিশ্বকে। সেই মহান জাতি আজ এ কোন্ আত্মহত্যার পথে চলিতেছে ? সকল ধর্ম, সকল সভ্যতার, বিশ্বের সকল মানবের মধ্যে যাহারা একদিন বিশ্ব মানবতা বোধের আদর্শ প্রচার করিয়াছিল, তাহারা কোন্ আসুরিক প্রভাবে সব কিছু ভুলিয়া অন্ধকার অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। হিন্দুর জাতীয় জীবনে আবার সেই মহান আদর্শ জাগরিত হইবে। আবার তাহারা আত্মস্থ হইবে। ভারতীয় বীণার মধুর ঝংকার যে শুনিয়াছে সে কি তাহা বিস্মরিত হইতে পারে ? যে জাতি সৃষ্টির আনন্দ উপলব্ধি করিয়াছে, সৃষ্টির অমৃত রসে করিয়াছে অবগাহন, সেই জাতি মৃত্যুর বা ধ্বংসের তমিশ্রায় আত্মহারা হইতে পারে না। ক্ষণিকের এই বিভ্রান্তি দূর হইবেই, আবার এই জাতি জাগিয়া বিশ্ববাসীকে আহ্বান করিবে – শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।

॥ মিথ্যা বদেৎ ॥

মানিক চট্টোপাধ্যায়

'সদা সত্য কথা বলিবে। মিথ্যা বলিবে না। পিতা-মাতাকে দেবতার মত জ্ঞান করিবে। অতিথিকে দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে।' এসব হল আপ্তবাক্য। মহাজনদের নীতিবাক্য। একবিংশ শতাব্দীতে এগুলো মূল্যহীন। অপ্রাসঙ্গিক। যেমন 'মিথ্যা মা বদ।' বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বর্ণপরিচয়েও এটা আমরা পড়েছি। আবার বৌদ্ধদর্শনের অষ্টাঙ্গিকমার্গের 'সম্যক বাক্' এবং 'সম্যক আজীবে' মিথ্যা কথা বা মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'মিথ্যা' শব্দটি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে মিশে গেছে। নারাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদা অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঘনাদা আমাদের মধ্যে আত্মগোপন করে আছে। তাই আমরা অনেকেই টেনিদা-ঘনাদা-মিসেস্ টেনিদা অথবা মিসেস্ ঘনাদা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করি।

'দিদি শাড়ীটা আপনাকে বেশ মানিয়েছে। কোথায় কিনেছেন ?' দিদির চট্‌জলদি উত্তর ঃ 'মাইশোর থেকে।' অথচ দিদি শাড়ীটা কিনেছেন তাঁর জেলার সদর শহর থেকে। জীবনে মাইশোর যান্‌নি।

'দিদি, আপনার কফির কাপগুলো কী সুন্দর ! এরকম এখানে পাওয়া যায় না।'

'কী করে পাবেন ভাই। গত বছর পুজোয় সিঙ্গাপুর গিয়েছিলাম। সেখানের এক শপিংমল থেকে কেনা।'

এভাবে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে মিথ্যার বেসাতি করে চলেছি। সমাজ বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরিসংখ্যান-গবেষণাধর্মী কাজ থেকে জেনেছেন ঃ 'মিথ্যা কথা বলার প্রবণতা শিক্ষক-অধ্যাপক-চিকিৎসক-বিভিন্ন পেশার মানুষ-গৃহবধূ-রাজনৈতিক নেতা – এঁদের মধ্যেই বেশী।'

প্রয়াত দুঃখভঞ্জন সান্যাল (জঙ্গীপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক। প্রসিদ্ধ কীর্তনীয়া ভম্বলবাবু।) জঙ্গীপুর হাই স্কুলের স্টাফরুমে আমাদের একটি গল্প শুনিয়েছিলেন। জঙ্গীপুর সাহেববাজারের এক ভদ্রলোকের স্বভাব ছিল বাজারের সবজির দাম কম করে বলা। ধরুন একটা বাঁধাকপি যখন লোকে কুড়ি টাকায় কিনছে, তখন তিনি কিনছেন দশ টাকায়। লোকে এর রহস্য বুঝতে পারতনা। একদিনের ঘটনা। বিশাল সাইজের একটি লাউ হাতে ঝুলিয়ে বাজার থেকে ফিরছেন সেই ভদ্রলোক। তাঁর প্রতিবেশীর প্রশ্নে তিনি জানালেন

(পরের পাতায়)

শহর জঙ্গিপুর স্থান-কাল-নাম

হরিলাল দাস

মহাবীরতলার উত্তরে সদর ফেরি ঘাটের উপরে একটি উঁচু প্রাঙ্গণে দেখা যায় দাঁড়িয়ে আছে আর এক শতাব্দী প্রাচীন ভবন সরস্বতী লাইব্রেরি। এই লাইব্রেরির স্থাপনাকাল ১৯০৯ অথবা ১৯১০। ১৯৩৫ সনে তৎকালীন মিউনিসিপ্যালিটি সরস্বতী লাইব্রেরির রজত জয়ন্তী উৎসব পালন উপলক্ষে পঞ্চাশ টাকা অনুদান দিচ্ছে। এ থেকেই ধরা যেতে পারে ১৯১০-এ এই পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা। যদিও এই ভবনটি নির্মিত ১৯১৮ সনে সাধারণের দানে। সামনে একটি খোলা মঞ্চ, দুইপাশে দুটি কক্ষ এবং মাঝে হল ঘর। যতদূর জানা যায় প্রথমে জোতকমল গ্রামে এই পাঠাগারের সূচনা। পরে সাহেব বাজারে ভাড়া বাড়িতে স্থানান্তরিত।শেষে এই নিজস্ব ভবনে স্থাপনা। এই মঞ্চে অনেক নাটক মঞ্চস্থ হয়েছে।

মহাবীরতলার সামান্য দক্ষিণে ইতিহাসের অতীত সাক্ষ্য টোল অফিস। Toll মানে শুল্ক। নানা পণ্যবাহী যে সব নৌকা এই নদিপথে যেত তার থেকে টোল আদায় করা হত এই জঙ্গিপুর টোলঘাটে। স্যর যদুনাথ সরকারের বিবরণ থেকে জানা যায় ১৮৩৫ সনে এখানে টোল আদায় হয়েছিল ৫০০০০ টাকা। আর ১৮৪০ সনে এই অঙ্ক বেড়ে হয়েছিল দেড় লাখ টাকা। দ্রুত এত শুল্ক আদায় বৃদ্ধির কারণও ছিল। ১৮৩৬ সনে আন্ত বাণিজ্য শুল্ক বা চুঙ্গি কর তুলে দেবার ফলে আদায় বাড়ে। বর্তমানে টোল আদায় অফিস চত্বরে রঘুনাথগঞ্জ ২নং বি.ডি.ও অফিস, পঞ্চায়েত অফিস হয়েছে।

টোল অফিস সংলগ্ন দক্ষিণে জঙ্গিপুর হাই স্কুল – বর্তমানে যার নাম জঙ্গিপুর উ. মা. (মাল্‌টি) বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৭ সনে। এদেশে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির ভূমিকা এখানে উল্লেখ্য। জানা যায় মিশনারীর মিসেস হিল ১৮২৩ সনে জঙ্গিপুরে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থান করেন। পরে কাশিয়াডাঙ্গা কুঠির কর্মচারী Larruleta এবং Jamics Comfier সাহেব এই উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। তখনকার দিনে অনেক সাহেব এখানে বাস করতেন বলেই কি সাহেববাজার নাম হয়েছে ? এই বিদ্যালয়ের অনেক ইতিহাস। হিন্দু হোস্টেল আর নেই, কিন্তু সেই দোতলা ভবনটি তো আছে। সেটি লালগোলা মহারাজের দানে নির্মিত। সে সময় নির্মাণ করতে

(পরের পাতায়)

এ মহকুমায় রেশন ডিলারদের পরিবর্তন নেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এত বক্তৃতা, এতো বিক্ষোভ সব জলে। খাদ্য দপ্তরের কিছু অফিসার প্রকাশ্যে মদত দিয়ে রেশন ডিলারদের জমিদারী চালিয়ে মানুষের মুখের আহার লুটে চলেছে যথারীতি। কেউ কেউ বুকের লাল ব্যাজ খুলে তৃণমূলী ব্যাজ লাগিয়ে রাতারাতি মিষ্টার ক্লিন। গ্রামের প্রায় সমস্ত ডিলার আজো কোনও বিপিএল কার্ড, সাধারণ কার্ড অনেককে ফেরৎ দেয়নি। অফিসাররা এটা জেনেও চুপ। কেরোসিন, চাল, অন্তে ্যাদয়ের খাদ্য শস্য বাজারে নিয়মিত প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। ভিজিলেন্স, খাদ্য দপ্তর এ সব দেখতে পায়না। কিসের পরিবর্তন হলো ? ডিলারদের কাছে পরিবর্তনের বার্ত্তা কে পৌঁছাবে ?

শহর জঙ্গিপুর.....(২য় পাতার পর)

খরচ হয়েছিল আট শত টাকা। কত সনে ? এখন তো ইন্টার নেটে এই সব তথ্য জানিয়ে দেয়া যায়। করা যাবে না ?

ইস্কুলের বিপরীতে রাস্তার পূর্বে হরিসভা অবস্থিত। নিত্য পুজো হয়। বছর দুই আগে বিগ্রহের চূড়া বাঁশি চুরি গেছিল। এবার আবার তাই হয়েছে। লীলাকীর্তনে আছে – 'শ্যাম, তোমাকে নাচতে হবে।' বিষম সংকট তালে নাচ। শর্ত, হারলে চূড়া বাঁশি খোয়াতে হবে। তাই কি হরিসভার দেবতা বার বার হেরেই যাচ্ছেন ! এই হরিসভার সামনে খোলা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। স্থাপিত ১২৬১ বঙ্গাব্দে – হাই ইস্কুল প্রতিষ্ঠার দুই দশক আগে।

বিগ্রহের অলঙ্কার চুরি মনে করিয়ে দিচ্ছে, কিছু দিন আগে জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়ির পশ্চিমে অবস্থিত বিন্ধ্যবাসিনী বা বিন্দুবাসিনী – শ্বেত পাথরের বেশ ভারী মূর্তি চুরি হয়ে যাওয়ার কথা। দেবস্থান বা মন্দিরদিতে রক্ষিত প্রাচীন মূর্তিগুলির প্রত্নতাত্বিক মূল্য অনেক। তা সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা কিন্তু যথেষ্ট নয়। কেবল ভক্তি-গঙ্গা জল ছিটিয়ে পূণ্যার্জন করলে মূর্তি চোরেরা তো মক্তকা পাবেই।

একই পথে ইস্কুলের দক্ষিণে আর কিছু এগোলেই বিজয় সিংয়ের কুঠি। আসলে এটা রেশম ব্যবসার কেন্দ্র একটি। তবে এখন কুঠির রূপ এবং স্বরূপ বদলে গেছে। আগে যে উঁচু লোহার গরাদ ঘেরা গোলাপ বাগান শোভা বর্দ্ধন করত তাও আর নেই।

কুঠির বিপরীতে ফতে খাঁ জঙ্গলের মসজিদ। পাশে একটি প্রাচীন বটগাছ। সেই গাছের তলায় একটি মাজার আছে। এটিও প্রাচীন। কতো দিনের ? লোকমুখে শোনা কথার কাল নির্ণয় সহজ নয়। এই মাজারে লোকে মানত করে, বছরে একবার উরশ উৎসব পালিত হয়। ভক্তেরা চাদর চড়ান। শোনা যায় সৈয়দ সবরাং শাহের কবর এটি।

জঙ্গিপুরের আর এক শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা। গত ২০০৫ সনের জানুয়ারি মাসে শততম বর্ষ উৎসব পালিত হয়েছে। স্মরণিকায় যেটুকু ইতিহাস পাওয়া যাচ্ছে – ১৯০৬ সনে স্থাপিত মক্তব পাঠশালা। ১৯১৫ সনে জুনিয়ার মাদ্রাসায় রূপান্তরিত। ১৯২৫ সন থেকে জঙ্গিপুর মুনিরিয়া হাই মাদ্রাসা। বর্তমানে উচ্চ মাধ্যমিক। হাজী মনিরুদ্দিন খাঁ এককালীন বহু অর্থ সাহায্য করেছিলেন।

জানা কথা অজানা থাকে। জঙ্গিপুর পুরসভার যমজ শহর রঘুনাথগঞ্জ-জঙ্গিপুর নিয়ে যে সব কথা জানালাম, সেটাই শেষ কথা নয়। আরোও আছে। সে সব কী হারিয়ে যাবে ? নতুন প্রজন্ম ভাবুন। আজ যা ঘটনা, দুদিন পরে তাই ইতিহাসের উপাদান। দেশের ইতিহাস রঞ্জিত হোক নব নব উদ্যমে। (..শেষ)

মহকুমা পাঠাগারের নতুন ভবন

নিজস্ব সংবাদদাতা: রঘুনাথগঞ্জ দেশবন্ধু যতীন দাস মহকুমা পাঠাগারের নতুন ভবনের উদ্বোধন হয়ে গেল ১৫ সেপ্টেম্বর। রামমোহন ফাউণ্ডেশন এই নির্মাণে ১৫ লক্ষ টাকা দেয় বলে খবর।

মিথ্যা বদেৎ.....(২য় পাতার পর)

লাউটার দাম নিয়েছে সাত টাকা। সেই প্রতিবেশী সঙ্গে সঙ্গে পাশের মুদীর দোকান থেকে একটা ধারালো ছুরি নিয়ে এলেন। লাউটাকে আধাআধি ভাগ করে তাঁর হাতে অর্দ্ধেক পয়সা ধরিয়ে দিলেন। বললেন ঃ 'আপনারা তো মোটে দু'জন লোক। এই অর্দ্ধেকেই আপনাদের হয়ে যাবে।' ভদ্রলোক থ। তারপর থেকে আর কোনদিন তাঁকে এভাবে বাজার দর নিয়ে কথা বলতে দেখা যায়নি। তবে একটি কথা। অনেক সময় আমরা মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হই। আমার মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হয়েছে। এটা আমি গোপন রাখার চেষ্টা করি। সকালে ব্যাগ নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। প্রতিবেশীর প্রশ্ন : 'দাদা সাত সকালে কোথায় চললেন ?' আমরা অনেকেই সঠিক গন্তব্যস্থল বলিনা। ডাক্তারবাবুরা অনেক সময় রোগীদের স্বার্থে মিথ্যা কথা বলতে বাধ্য হন। কারণ এটা তাঁদের প্রফেসনাল এথিক্স্। কাজেই 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ':– এই ধরনের মিথ্যা ভাষণ অনেক সময় দিতে হয়। এখনতো 'লাই ডিটেক্টর্' যন্ত্রের উদ্ভাবন হয়েছে। যন্ত্রের সামনে বসিয়ে কথার সত্যতা যাচাই করা যায়। এসব দেখে শুনে মনে হয় – 'মিথ্যার'ও মান আছে। মিথ্যা না বললে টিকে থাকবো কী করে ? এজন্যই 'মিথ্যা মা বদ' – এই আপ্তবাক্যটার অনুশীলন এখন বন্ধ থাক্। এ যুগের আপ্তবাক্য হোক্ – 'মিথ্যা বদেৎ।'

জল নিকাশী .....(১ম পাতার পর)

মশার উপদ্রবও বাড়ছে। দেখার কেউ নেই। এইভাবে জবরদখল হয়ে যাচ্ছে পুরসভার অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ জায়গা, কালভার্টের জায়গা। দখল করে অনেকে ফল ফুলের বাগিচা তৈরী করেছেন। কেউ বাড়ীর সামনের দীর্ঘ জায়গা ঘিরে নিজের দখলে রেখেছেন। অনেকে দোতলা তিনতলা করিডোর করেছেন পুরসভার জায়গার ওপর। আবার অনেকে পুর জায়গার ওপর জলের পাইপ বসিয়ে বাড়ীতে জল পরিষেবা চালু রেখেছেন। ওয়ার্ডের কাউন্সিলাররা ভোট ব্যাঙ্ক ঠিক রাখতে এইসব অবৈধ কাজে নির্লজ্জভাবে প্রশ্রয় দিয়ে যাচ্ছেন।

✸ আসল গ্রহরত্ন ✸ পণ্ডিত জ্যোতিষমণ্ডলী ✸ মনের মতো স্বর্ণালঙ্কার

স্বর্ণকমল রত্নালঙ্কার

রঘুনাথগঞ্জ ✦ হরিদাসনগর ✦ কোর্টমোড় ✦ মুর্শিদাবাদ

ফোন ঃ ৯৪৭৫১৯৫৯৬০ / ৯৮০০৮৮৯০৮৮

"স্বর্ণকমল স্বর্ণসঞ্চয় প্রকল্প"–এর মাধ্যমে স্বর্ণালঙ্কার সঞ্চয় করে নিন। বিশদ জানতে আমাদের প্রতিষ্ঠানে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

E-Mail : nilratan.msd@gmail.com.
: nilratan.nath@yahoo.in.
Fax : 03483-267814

তৃতীয় স্বাধ্যায় শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি – শ্রীমাতৃচক্র, রঘুনাথগঞ্জ কেন্দ্রের উদ্যোগে গত ১৫ সেপ্টেম্বর স্থানীয় ভাগীরথী লজে সারাদিনব্যাপী 'তৃতীয় স্বাধ্যায় শিবির' অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা শ্রীমতী জয়ন্তিকা বসু সমগ্র শিবিরটি পরিচালনা করেন। অধ্যাপক বিশ্বনাথ রায়, গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুনাথ সাহা (শ্রী অরবিন্দ সোসাইটি শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক) প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

আন্তর্জাতিক চোরাকারবার. . (১ম পাতার পর)

আই.সি দের চাকরী করা আর পয়সা লোটা ছাড়া সে ধরনের কাজ কিছু চোখে পড়ে না। এ যাবৎকাল পুলিশের হাতে কোন আতংকবাদী ধরা পড়েনি। পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ভূমিকা বা তৎপরতা আজও প্রমাণিত হয়নি এ অঞ্চলের কোন ঘটনায়। সময় থাকতে তৎপর না হলে বড় ধরনের আশঙ্কার জন্য দিন গোণা ছাড়া গতি নেই। এদেরই একাংশের পয়সায় ১৩-৩৩ বছরের মেয়েদের নিয়ে চলছে এখানে রমরমা দেহ ব্যবসা। শহরের বেশীর ভাগ লজে এদের আমদানি নিত্যদিন। এরা বেশীরভাগই হিন্দু সম্প্রদায়ের। সংখ্যালঘুর পয়সা আর সংখ্যাগুরুর দেহ। এই এখন এ মহকুমার উত্তোরণের চাবিকাঠি।

অত্যাধুনিক স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার মোড়কে

হোটেল ইন্ডিগো

(রঘুনাথগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডের সন্নিকটে)
পোঃ-রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন-০৩৪৮৩/২৬৬০২৩

সাধারণ ও এয়ার কন্ডিশন ব্যসস্থান, কনফারেন্স হল এবং যে কোন অনুষ্ঠানে সু-পরিষেবায় আমরাই এখানে শেষ কথা।

বাড়ী ভাড়া

রঘুনাথগঞ্জে বাজারের মধ্যে নবনির্মিত সম্পূর্ণ আলাদা দোতলা বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে।
খোঁজ করুন।
মোবাইল ঃ ৮৯২৬১৩০৫৩৩

আফিডেবিট

আমি বাবর আলি সেখ, পিতা মৃত সায়েদ সেখ, গ্রাম কাদিকোলা, পোঃ–রামদেবপুর, থানা–রঘুনাথগঞ্জ, জেলা–মুর্শিদাবাদ। আমার স্কুল রেজিষ্টারে , রেশন কার্ডে বাবর আলি সেখ আছে। ভোটার কার্ডে ভুলবশতঃ বাবলু সেখ করা হয়েছে। বাবর আলি সেখ ও বাবলু সেখ একই ব্যক্তি প্রমাণে গত ৬–৩–২০০৮ জঙ্গিপুর এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে আফিডেবিট করলাম।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ

।। বিশেষ উপহার ।।

* MIS (মান্থলি ইনকাম স্কীম) সুদ ৯.৫% (৬বছর)
* সিনিয়ার সিটিজেনদের জন্য ১০.০০
  এছাড়া বিশেষ জমা সুদ ১০.২৫%
* ৮ বছর ৬ মাসে টাকা ডবল হচ্ছে
* NSC,KVP,LIP ইত্যাদি রেখে সহজ ঋণ
* গিফ্‌ট চেক (১০১/-, ৫১/-, ৩১/-) সহজেই সংগ্রহ করুন।
* অল্প সুদে (মাত্র ১০% – ১৩% বাৎসরিক) নতুন বাড়ী তৈরী স্বপ্ন সফল করুন। চাকুরীজীবীরা তো বটেই – অন্যান্যরাও স্বপ্ন পূর্ণ করুন, শর্ত সাপেক্ষে।
* অন্য ঋণের ক্ষেত্রেও সুদ ৯% থেকে ১৩ % মধ্যে।
* ভারতের যে কোন স্থানে ড্রাফটের সুবিধা।
* লকার পাওয়া যাচ্ছে।
* **ভারতীয় জীবনবীমা নিগমের সহযোগিতায় মাইক্রো ইনসুরেন্স।**

এছাড়া আরও অনেক কিছু। বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

জঙ্গীপুর আরবান কোঃ অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া
ফোন নং ২৬৬৫৬০

শক্রঘ্ন সরকার
সম্পাদক

সোমনাথ সিংহ
সভাপতি

আমিন **তরুণ সরকার**

Govt. of India, E.S.A, Regd. No. 159
সকল প্রকার ভূমির জরিপ এবং সাউড প্ল্যান কাজের জন্য আসুন।
ফোনে যোগাযোগ করুন – 9775439922
গ্রাম - ওসমানপুর (শিবতলা), জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুরের গর্ব

আমাদের প্রতিষ্ঠান দুপুরে বন্ধ থাকে না।

জঙ্গীপুর গিনি হাউস

শীততাপনিয়ন্ত্রিত শোরুম

গহনা ক্রয়ের উপের ১২ মাস টাকা জমিয়ে ১ কিস্তি ফ্রি পাওয়া যা।
আপনার প্রিয় শহর রঘুনাথগঞ্জ (দরবেশপাড়া), মুর্শিদাবাদ, Mob-9434442169 /9733893169

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ- রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন - ৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।